

**জাতীয় মানবাধিকার কমিশন**

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ইমেইলঃ info@nhrc.org.bd; হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

স্মারকঃ এনএইচআরসিবি/প্রেস বিজ্ঞ-২৩৯/১৩-1৮৫  তারিখঃ ১৭/১০/২০২৩

**সংবাদ বিজ্ঞপ্তিঃ**

**ফিলিস্তিনে মানবিক বিপর্যয় দ্রুততার সাথে সমাধান করে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহবান**

বর্তমানে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যে মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে তা দ্রুততার সাথে সমাধান করে শান্তি প্রতিষ্ঠার দ্রুত প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহবান জানায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কমিশন চেয়ারম্যান ড কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, সংঘাতে নারী ও শিশুসহ নিরপরাধ জনসাধারণের ওপর নির্বিচারে নিপীড়ন, নির্যাতন ও হত্যাকান্ড সুষ্পষ্টভাবেই মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনে সশস্ত্র সংঘাতপূর্ণ এলাকায় বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার যে নিয়ম আছে তার লঙ্ঘন হচ্ছে স্পষ্টতই। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কালক্ষেপণ না করে যুদ্ধের অবসান ও নির্যাতিত ও নিপীড়িত জনগণের পক্ষে অবস্থান নিতে আহবান জানিয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

যেকোনো যুদ্ধ ও সংঘাতে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন ঘটে। সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয় ঠেকাতে প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে যুদ্ধবিরতি। প্রতিটি মুহূর্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধিই করছে। এজন্য দ্রুত কার্যকর শান্তি আলোচনা ও পদক্ষেপ বিশেষভাবে প্রয়োজন। পাশাপাশি স্থায়ীভাবে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সৃষ্ট পরিস্থিতিতে মানবাধিকার সুরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সুষ্পষ্ট লক্ষ্যনির্ভর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সংঘাতের মূল কারণ জিইয়ে রেখে শান্তি প্রচেষ্টার কার্যক্রম সফলতার মুখ দেখবে না।

কমিশন মনে করে দীর্ঘদিন ধরে চলমান সংঘাতময় পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় শিকার ফিলিস্তিনের নিরপরাধ জনসাধারণ। সুদীর্ঘ ৭৩ বছর ধরে অধিকার আদায়ের জন্য ফিলিস্তিনের জনগণ সংগ্রাম করে আসছে। ফিলিস্তিনের জনগণ এই সংঘাতের কারণে অবর্ণনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে অধিক সোচ্চার হওয়ার আহবান জানায় কমিশন।

ধন্যবাদান্তে,

স্বাক্ষরিত/-

ফারহানা সাঈদ

উপপরিচালক

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ।

 ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

চেয়ারম্যান

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

ডি.ও নং - তারিখঃ ১৬ অক্টোবর, ২০২৩

জনাব

মাসুদ বিন মোমেন

বর্তমানে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যে মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে তা দ্রুততার সাথে সমাধান করে দ্রুত শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহবান জানায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। সংঘাতে নারী ও শিশুসহ নিরপরাধ জনসাধারণের ওপর নির্বিচারে নিপীড়ন, নির্যাতন ও হত্যাকান্ড সুষ্পষ্টভাবেই মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনে সশস্ত্র সংঘাতপূর্ণ এলাকায় বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার যে নিয়ম আছে তার লঙ্ঘন হচ্ছে স্পষ্টতই। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কালক্ষেপণ না করে যুদ্ধের অবসান ও নির্যাতিত ও নিপীড়িত জনগণের পক্ষে অবস্থান নিতে আহবান জানিয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

যেকোনো যুদ্ধ ও সংঘাতে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন ঘটে। সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয় ঠেকাতে প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে যুদ্ধবিরতি। সংঘাতের প্রতিটি মুহূর্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধিই করছে। এজন্য দ্রুত কার্যকর শান্তি আলোচনা ও পদক্ষেপ বিশেষভাবে প্রয়োজন। পাশাপাশি স্থায়ীভাবে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সৃষ্ট পরিস্থিতিতে মানবাধিকার সুরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সুষ্পষ্ট লক্ষ্যনির্ভর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সংঘাতের মূল কারণ জিইয়ে রেখে শান্তি প্রচেষ্টার কার্যক্রম সফলতার মুখ দেখবে না।

কমিশন মনে করে দীর্ঘদিন ধরে চলমান সংঘাতময় পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় শিকার ফিলিস্তিনের নিরপরাধ জনসাধারণ। সুদীর্ঘ ৭৩ বছর ধরে অধিকার আদায়ের জন্য ফিলিস্তিনের জনগণ সংগ্রাম করে আসছে। ফিলিস্তিনের জনগণ এই সংঘাতের কারণে অবর্ণনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে অধিক সোচ্চার হওয়ার আহবান জানায় কমিশন।

এমতাবস্থায়, সৃষ্ট যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসন করে শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে সকল ধরনের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চলাতে আপনাকে অনুরোধ করছি।

জনাব মাসুদ বিন মোমেন ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

সিনিয়র সচিব চেয়ারম্যান

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ইমেইলঃ info@nhrc.org.bd; হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮